তারিখ ... 13 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ প্রাসঙ্গিক কথা

আলমগীর কবির

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই শোনা যায়। পরিবর্তন বলতে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা যায়নি, বিগত সরকারের আমলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহ ও পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। বর্তমান সরকার নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষা নীতির নামে স্কুল রাজনীতিকরণ ইতিহাস শেখানোর নামে মিথ্যাচার দলবাজি নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা বিভাগ সর্বত্র স্থবিরতা ও হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। নব প্রতিষ্ঠিত কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ এমপিও ভক্তিকরণের (MONTHLY PAY ORDER) সময় ক্ষেপণ, ঝুলিয়ে রাখা, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের এলাকা এ কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের হতাশাগ্রস্ত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমপিওভুক্ত না করার নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রাণলয়কে দুর্নীতিগ্রস্ত, বিকারগ্রস্তদের আখড়ায় পরিণত করেছে। এদের কাছে দেশ ও দেশের স্বার্থ বড় নয়; স্বেচ্ছাচার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বড়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর হতে নীচ পর্যন্ত দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা ও ব্যর্থতা যেভাবে বাসা বেঁধেছে এবং দেশের ভবিষ্যতকে গ্রাস করছে তা নিয়ে মানুষ এখন উৎকণ্ঠিত। দেশের বিত্তবানরা কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরাও সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় প্রতিবেশী ভারতে অথবা দূরদেশে সন্তানদের শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে নিশ্চিত হচ্ছেন আর শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ প্রায়শঃ ভেঙ্গে পড়েছে। শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন কম। তারা প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা শূন্য হয়ে মানুষ তৈরীর উৎসাহ ও উদ্যম হারিয়ে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা ও টিউশনীর 'উত্তম' জীবন বেছে নিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষকের পরিচিতি ও যোগাযোগের কেন্দ্রমাত্র। নীতিবান ও আদর্শবান শিক্ষকরা সামাজিক স্বীকৃতি হারা হয়ে ভারবাহী জীবন কাটাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পলিটিক্স, ছুটি কাটানো, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম কোন একটা দেশের অফার অথবা এনজিও নিয়ে ব্যস্ত। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগের মত গবেষণা করতে চান না, যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটে গবেষণা খাতে অর্থ বাবদ হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে এ শিক্ষকদের কাজের জবাবদিহিতা নেই। সম্প্রতি একটি পত্রিকার খবরে জানা যায়, দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১শ' শিক্ষকের মধ্যে ৪৭৫ জন একাধিক এনজিও, জাতিসংঘ সংস্থার বিভিন্ন অফিসে পার্টাইম চাকুরী করেন। ১৭৪ জন শিক্ষক সারা বছর ছুটিতে থাকেন। পিএইচডি করার জন্য ছুটিরত শিক্ষকরা বিদেশে পিএইচডি না করে বিভিন্ন চাকুরীতে রত আছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁস, জাল সার্টিফিকেট বিক্রি, পরীক্ষার খাতা বদল, টাকার বিনিময়ে নম্বর বৃদ্ধি, রেজাল্টশীট পরিবর্তন, অবৈধ উপায়ে পাসের চুক্তি দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের স্বাভাবিক ঘটনা। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশ আমাদের দেশে দীর্ঘদিন চালু আছে। স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শিক্ষাকে গণমুখী সত্যানুসন্ধানী, জীবন নির্ভর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। শুধু পরীক্ষা পাস ও সার্টিফিকেট সংগ্রহের লেখাপড়া দেশকে সীমাহীন অন্ধকারে ঠেলেছে। স্বাধীনতার এত বছর পর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতিতো দূরে থাকুক পরীক্ষা ব্যবস্থাই গড়ে উঠেনি বরং ভেঙ্গে পড়েছে। গত বছর প্রশ্নপত্র ফাঁস, ব্যাপক নকল, খাতা গায়েব, ফলাফল স্থগিত, পরীক্ষকের অসততা, অসহায় ছাত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবনায় আহাজারি, সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেউলেপনার ক্ষমাহীন দৃষ্টান্ত।

দেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মানুষ এখন ভাবিত নয় তারা চান-শুধু সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা সরকার গড়ে তুলুক। দেশের কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল ছাত্র সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেই বরং পরীক্ষায় সুবিধাদানের প্রচার দিয়ে বিপুল ছাত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে পরীক্ষার আয়োজন করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার দিকেই তাদের দৃষ্টি। দেশে মেধা ও যোগ্যতা যাচাই-এর একমাত্র উপায় একটি পাবলিক পরীক্ষা, সার্টিফিকেট ও সংগৃহীত নম্বর। পরীক্ষা পাস, নম্বর ও সার্টিফিকেট ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকার জন্য বড় বিষয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার আদান-প্রদানে শৈথিল্য ও অবহেলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা, শিক্ষণ নিয়ে মমত্ববোধ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও যোগ্যতা মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরই হওয়া উচিত। ছাত্রের শুধুমাত্র বহির্মূল্যায়নে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, যোগ্যতা ও মেধা যাচাই শুধু একটি মাত্র পাবলিক পরীক্ষায় সম্ভব হয় না। অন্তর্মূল্যায়ন ও বহির্মূল্যায়নের সমন্বয় পরীক্ষা ব্যবস্থাকে কিছুটা দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে। একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে পাসের সার্টিফিকেট সংগ্রহের উপর নির্ভরতার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সারা বছর পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠে না। অধ্যয়নসহ দৈনন্দিন লেখাপড়ার অভাব ঘটে। ইউরোপসহ পৃথিবীর বহু দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই করে থাকেন। আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। শুধু পদ্ধতিগত নয় নীতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন।

দৈনিক ইনকিলাব